যে কথা বলতে চাই

রোমিও এবং বিব্রত ছাত্রীসমাজ

ইদানীংকালে বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী নিবাসগুলোর সামনে রোমিও শ্রেণীর কিছু ছেলের প্রায় সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং দৃষ্টিকটু আচরণ প্রায়ই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি করে অধিকাংশ ছাত্রীকে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশ বহুলাংশে বিঘ্নিত হয় ওদের কার্যকলাপে। নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াও ছাত্রীরা অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হয়। ফলশ্রুতিতে একতরফাভাবে নিন্দাবাদ জোটে শুধু ছাত্রীদের ভাগ্যে। রোমিওদের দেখে মনে হয় ওদের হাতে অফুরন্ত সময়, বুকে ভেতরে ভালবাসা নামক আবেগের উথাল জোয়ার। ছাত্রী নিবাসগুলোর সামনে উপস্থিত থাকাটাই যেন একমাত্র কর্তব্য। নানা ভঙ্গিতে পৌরুষ দেখানোতেই যত বাহাদুরি। সংখ্যায় নগণ্য হলেও ওদের অনেকের আচরণে প্রকাশ পায় মেয়েদের প্রতি নিছক দৈহিক বাসনা। প্রকৃত ভালবাসার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় না আচার-ব্যবহারে। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানের পবিত্রতা হয় উপেক্ষিত। ওদের আচরণে দুঃখ যেমন পাই, তেমনি নিজের কাছে লজ্জিত হই। কারণ, রোমিওরা যে প্রজাতির, আমিও সেই পুরুষ-প্রজাতিরই একজন সদস্য।

দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আমরা অনেকেই মেয়েদের শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবেই বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কোনক্রমেই যেন ভাবতে পারি না যে, মেয়েরাও মানুষ এবং সর্বক্ষেত্রে তারা পুরুষের মতোই কর্মদক্ষ ও যোগ্য, সেটা গৃহাঙ্গন হোক কিংবা কর্মক্ষেত্র। মজ্জাগতভাবে একচোখা নীতিতে বিশ্বাসী আমরা পুরুষরা হয়তো দেখেও না দেখার ভান করি যে, বর্তমান বিশ্বে মেয়েরা দেশলাই জ্বালানোর মতো সহজ কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার মতো কঠিন ক্ষেত্রেও পুরুষের সমান দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। মেধা ও দক্ষতার গুণেই পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ক্রমশ মেয়েদের হাতে ন্যস্ত হচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার

দু'টি দেশ ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় তেমনটিই ঘটে গেল মাত্র কিছুদিন আগে। মেয়েদের শক্তি ও দক্ষতার ওপর দিন দিনই আস্থা বাড়ছে সুস্থ চিন্তার মানুষদের। অসুস্থ চিন্তার ধারক পুরুষদেরই একাংশ নীতিচ্যুত হয়ে পরিণত হচ্ছে কর্মবিমুখ রোমিও শ্রেণীতে। কিছু বিকৃতমনা রোমিও আবার মেয়েদের শারীরিক দিকটাকেই একমাত্র বিবেচনায় রেখে নিজেদের পুরুষত্ব জাহির করতে গিয়ে ক্লাউন সেজে নিজেদেরই নামিয়ে আনছে কাপুরুষের পর্যায়ে। তখন তারা আর মানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে যায় একেকজন।

হয়তো ইচ্ছে করেই অধিকাংশ পুরুষ স্বীকার করতে চায় না যে, মেয়েরাই বিধাতার নিখুঁত সৃষ্টি। সম্পূর্ণতার দিক থেকে মেয়েরা অবশ্যই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ক্রোমোজমের শ্রেণীবিন্যাস সে সত্যেরই প্রমাণ দেয়। এমনটিও হতে পারে যে, এই সত্যটাকে পুরুষরা তাদের জিনেটিক ধারায় ঠিকই অনুভব করে। তাই যেভাবেই হোক মেয়েদের পদানত রাখতে চায়, কি জানি যদি মেয়েরা তাদের প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের সঠিক স্থান যে পুরুষের ওপরে সেটা দাবি করে বসে।

রোমিওদের আচরণের সঙ্গে বিবেকহীনদের খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আহার-নিদ্রা মৈথুনের মধ্যেই যেন ওদের জীবন সীমাবদ্ধ। রোমিওদের কাছ থেকে সমাজ বা দেশ ভাল কোন কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা সুস্থ মানবিক বোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হচ্ছে। সেই চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব কেবল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু যারা এই মহান কাজটার উদ্যোগ নেয়ার দায়িত্বে আছেন তারা কেন যেন কোন চেষ্টাই করতে চান না, সম্ভবত তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাধিক্য আছে বলেই। তাই মেয়েদেরই আজ উদ্যোগ নিতে হবে দৃশ্যপটকে বদলে দিতে। মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষিত মেয়েদের। প্রথমে আশপাশের মেয়েদের সজাগ করতে হবে তাদের মধ্যে নিহিত শক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে, তারপর এই বৃত্তকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করে নিয়ে যেতে হবে সর্বস্তরে। একবার যদি মেয়ে-সমাজ তাদের যোগ্যতাকে চিনে নিতে পারে, তবে সেই যোগ্যতার সঙ্গে দক্ষতাকে জুড়ে তাদের অগ্রযাত্রাকে দ্রুততর করে তুলতে পারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা কর্মে ও চেতনায় তাদের উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার লাভ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোমিওরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতেই থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ওদের প্রতিহত করার চেষ্টা বা আগ্রহ বর্তমান সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কারও আছে বলে দেখা যায় না। মেয়েদের উচিত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে রোমিওদের উপেক্ষা করা। যদি উপেক্ষায় নিবৃত না হয়ে দৃষ্টিকটু আচরণ চালিয়ে যেতেই থাকে তবে মেয়েদেরই দলবদ্ধ হয়ে উদ্যোগ নিতে হবে রোমিওদের বিতাড়িত করতে। পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য স্থান অর্জনের মধ্যবর্তী সময়ে মেয়েদের কাছে আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা হয়তো নেই। কেউ কি কোন বিকল্প সমাধান দিতে পারেন?

মুহম্মদ আবদুস সালাম
মিরপুর, ঢাকা।